335623 - ভাইরাস থকেে সুরক্ষামূলক পপিহি পরহিতি ব্যক্তি কিভাবে ওযু ও নামায সম্পন্ন করবনে?

প্রশ্ন

পুরুষ ও নারী গটো দহেকে আবৃতকারী পপিহি (সুরক্ষামূলক পোশাক) পরে কি নামায পড়তে পারবনে? যে ব্যক্তি পপিহি পরে আছনে তার ওযু ছুটে গলেে তনিি কিভাবে পবত্রিতা অর্জন করবনে; অথচ তার পক্ষে পপিহি খোলা সম্ভবপর নয়। বশিষেতঃ চকিৎিসা সবোয় নযিুক্ত ডাক্তারগণ?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ভাইরাস থকেে সুরক্ষামূলক পোশাক পপিহি পরে নামায পড়তে কোন অসুবধিা নাই। এমনকি যদি সে পোশাক গটো দহেকে ঢকেে রাখে তবুও। যহেতেু এ পোশাক পরহিতি মুসল্লরি পক্ষে মাটতিে নাক ও কপাল রাখা সম্ভবপর। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছেে তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আমি সাতটি হাড়রে (অঙ্গরে) উপর সজেদা দতিে আদষ্টি হয়ছে: কপালরে উপর, তনিি হাত দয়িে নাকরে দকিে ইশারা করলনে, দুই হাতরে উপর, দুই হাঁটুর উপর এবং দুই পায়রে আঙ্গুলরে অগ্রভাগরে উপর।"[সহহি বুখারী (৮১২) ও সহহি মুসলমি (৪৯০)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে: "এ অঙ্গগুলোর কোন অংশ সরাসরি (জমনি) স্পর্শ করা ওয়াজবি নয়।" কাযী বলনে: "যদি কউে পাগড়ীর প্যাঁচ, পাগড়ীর আঁচল কংিবা শামলার উপর সজেদা করে তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে; এ ব্যাপারে একটাই রওেয়ায়তে আছ। এটি ইমাম মালকে ও ইমাম আবু হানফিারও মাযহাব। এ ছাড়া গরমরে দনিে ও শীতরে দনিে কাপড়রে উপর সজেদা দয়োর অবকাশ আছে মর্মে মত দয়িছেনে: আতা, তাউস, নাখাঈ, শাবী, আওযাঈ, মালকে, ইসহাক ও কয়িাসপন্থীগণ।

পাগড়ীর প্যাঁচরে উপর সজেদা দয়োর মত দয়িছেনে: হাসান বসরী, মাকহুল, আব্দুর রহমান বনি ইয়াযদি। শুরাইহ তাঁর টুপরি উপর সজেদা দয়িছেনে।"[আল-মুগনী (১/৩০৫)]

শাইখ উছাইমীনকে এমন ব্যক্তরি সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি যনিি খুব বড় চশমা পরনে এবং তার পক্ষে সাতটি অঙ্গরে উপর পরপিূর্ণভাবে সজেদা করা সম্ভব হয় না; কখনও নাক রাখার বপিত্তি ঘটে।

জবাবে তনিি বলনে: "যদি নাকরে অগ্রভাগ ভূমতিে রাখার ক্ষত্রেে প্রতবিন্ধক হয় তাহলে এমন সজেদা চলবে না। যহেতেু

এক্ষত্রে চশমাটাই চহোরাকে বহন করে। যহেতেু চশমাটা নাকরে অগ্রভাগরে উপরে থাকে না। বরং চশমাটা থাকে চক্ষুদ্বয়রে সমান্তরালে। তাই সজেদা সহহি হবে না। যে ব্যক্তি এমন কোন চশমা পরে আছনে যার কারণে তার নাক সজেদার স্থানে পৌঁছা বাধাগ্রস্ত হয় তার উচতি হবে সজেদার সময় চশমা খুলে ফলো।"[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৩/১৮৬)]

নামাযে মুখ ঢকেে রাখা মাকরুহ। কন্তিু প্রয়োজনরে প্রক্ষেতিে এটি মাকরুহ হবে না।

"আল-শারহুল মুমতি"তে (২/১৯৩) বলা হয়ছে: মূলটক্সেট "মুখরে উপর ও নাকরে উপরে আচ্ছাদন": অর্থাৎ মুখরে উপর ও নাকরে উপর আচ্ছাদন দয়ো মাকরুহ। তা এভাবে যে রুমাল বা পাগড়ী মুখরে উপর বা নাকরে উপর রাখা। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযরত অবস্থায় পুরুষ লোককে মুখ ঢাকতে বারণ করছেনে।[আবু দাউদ (৬৪৩), ইবনে মাজাহ (৯৬৬) তাদরে সুনান গ্রন্থে 'হাসান' সনদে বর্ণনা করছেনে] এবং যহেতেু এর কারণে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়, তলোওয়াত ও যকিরিরে হরফগুলো স্পষ্ট হয় না। তবে এ বধিান থকেে বাদ যাবে কউে যদি হাই দয়োর সময় হাইকে প্রশমতি করার জন্য মুখ ঢাকে। এতে কোন অসুবধিা নাই। কন্তিু কোন কারণ ছাড়া ঢাকলে সটো মাকরুহ। যদি নামাযীর পাশে কোন দুর্গন্ধকর কছিু থাকে যা নামাযীকে নামায পড়তে কষ্ট দয়ে এবং সে জন্য আচ্ছাদন পরার প্রয়োজন হয় তাহলে সটো জায়যে। যহেতেু তা একটি প্রয়োজন। অনুরূপভাবে কারো যদি সর্দি হয় এবং সে যদি মুখ না ঢাকে এতে করে তার এলার্জরি সমস্যা হয়; সক্ষেত্রে এটাও একটি প্রয়োজন; যার প্রক্ষেতিে মুখ আচ্ছাদতি করা বধৈ হবে।"[সমাপ্ত]

আরও জানতে দখেুন: 69855 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

পপিহি পরে ওযু করতে কোন বাধা নইে; যদি পরধিানকারীর পক্ষে ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করা ও মাথা মাসহে করা সম্ভব হয়। এমনকি সটো যদি হাত দয়িে পপিহি-এর ভতেরে পানি নয়িে করতে পারনে তবুও। আর মোজার উপরে মুকীম হলে একদনি একরাত সময়কাল পর্যন্ত এবং মুসাফরি হলে তনিদনি তনিরাত পর্যন্ত মাসহে করা জায়যে।

ইমাম বুখারী (৩৬৩) ও ইমাম মুসলমি (২৭৪) মুগরিা বনি শুবা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে এক সফরে ছলিাম। তখন তনিি বলনে: মুগরিা, পাত্রটি নাও। আমি পাত্রটি নলিাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁটতে থাকলনে এক পর্যায়ে আমার থকেে আড়াল হয়ে গলেনে এবং নজিরে প্রাকৃতকি প্রয়োজন পূরণ করলনে। তাঁর গায়ে ছলি একটি শামদশেীয় জুব্বা। তনিি জুব্বার হাতা দয়িে হাত বরে করতে চাইলনে; কন্তিু কষ্টকর হয়ে গলে। শষেে তনিি জুব্বার নীচ দয়িে হাত বরে করনে। আমি তাকে পানি ঢলেে দলিাম। তনিি নামাযরে জন্য ওযু করলনে এবং খুফ্ফ (চামড়ার মোজা)-এর উপর মাসহে করলনে। এরপর নামায পড়লনে।"

সহহি মুসলমিরে ভাষ্যে এসছে: "তাঁর গায়ে ছলি শামদশেীয় জুব্বা; যটোর হাতা সংকীর্ণ থাকে।"

অতএব, যে ব্যক্তির গায়ে পিপিহি পরা থাকা সত্ত্বওে তার পক্ষে ওযু করা সম্ভবপর হয় তাহলে কোন অসুবধিা নাই। আর যার পক্ষে ওযু করা সম্ভবপর নয় তাকে পবত্রিতা অর্জন করার জন্য পপিহি খুলে ফলেতে হবে। যদি খুলতে সমস্যা হয় ও কষ্টকর হয়; বশিষেতঃ যে ডাক্তারদরেকে অধকিাংশ সময় পপিহি পরে থাকতে হয় তাদরে জন্য যোহর ও এশার নামায একত্রে অগ্রমি কংিবা বলিম্বে আদায় করা জায়যে হবে। কনেনা নামায একত্রে আদায় করা জায়যে হওয়ার কারণ হল: সমস্যা ও কষ্ট দূর করা; যমেনভিাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তহিাযাগ্রস্ত নারীকে প্রত্যকে ওয়াক্তরে নামাযরে জন্য পবত্রিতা অর্জন করার কষ্টরে কারণে একত্রে নামায আদায় করার অবকাশ দয়িছেনে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) বলনে: নামায কসর (রাকাত সংখ্যা হ্রাস) করার কারণ হল: সফর। তাই সফর ছাড়া নামায কসর করা জায়যে নয়। পক্ষান্তরে, নামায একত্রতি করার কারণ হল: প্রয়োজন ও ওজর। তাই যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সংক্ষপ্তি সফর হোক কংিবা দীর্ঘ সফর হোক নামায একত্রতি করতে পারবে।

অনুরূপভাবে একত্রতি করা হয় বৃষ্টরি কারণে, রোগরে কারণে এবং ইত্যাদি অন্যান্য কারণে। উদ্দশ্যে হচ্ছে- জটলিতা দূর করা।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/২৯৩) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।